সূচীপত্র

উপক্রমণিকা	০৭
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক	১৪
সন্তানের হক সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ	১৬
আকীকাহ	২৪
জন্মের পর সন্তানের কানে আযান দেয়া	২৭
সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষাদান	২৮
সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব	৩৫
সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা	৩৬
মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের হক	৪৪
মাতা-পিতার হক সম্পর্কে কতিপয় হাদীস	৪৮
অমুসলিম মাতা-পিতার সাথেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ	৫১
জিহাদে যেতেও পিতা-মাতার অনুমতি প্রয়োজন	৫৪
মাতা-পিতার সেবা হজ্জ ও উমরার সমতুল্য	৫৯
মাতা-পিতার খেদমতে গুনাহ মাফ হয়	৬১
সন্তান ও তার সম্পদে মাতা-পিতার হক	৬৩
মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ	৬৫
পিতার চেয়ে মাতার হক বেশী	৭০
উপসংহার	৭৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপক্রমণিকা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমগ্র বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। সব সৃষ্টির জন্যই রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন। সকল সৃষ্টিই এ নিয়ম-কানুন মেনে চলে। তা না হলে সৃষ্টি-জগতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো। তাই মহান স্রষ্টা বিশ্ব-জগত সৃষ্টির পর প্রতিটি মখলুখ বা সৃষ্টির জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধান দিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক সৃষ্টি সে বিধান যথারীতি মেনে চলছে। যেমন সূর্য প্রতিনিয়ত তার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে, চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও তাঁদের স্ব স্ব কক্ষপথে বিচরণ করে। কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম নেই। ফলে সৃষ্টি-জগতের মধ্যে শৃঙ্খলা বিরাজমান।

অনুরূপভাবে, মানব সৃষ্টির পর পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিধান বা দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জনপদে বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীন প্রেরণ করেছেন এবং মানব জাতি তা কীভাবে অনুসরণ করবে নবী-রাসূলগণ তাঁদের জীবনাচরণে তা যথাযথরূপে প্রতিফলিত করে মানবজাতিকে সুস্পষ্ট পথের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। প্রথম মানুষ আদম আ. মানবজাতির প্রথম নবীও বটে। এভাবে যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন জনপদে মহান আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে তাঁর বিধান জারী রেখেছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত থাকবে।

আল্লাহর বিধান মেনে চলায় বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যেমন কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না, তেমনি মানবজাতিও যদি আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলে তাহলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই মানুষের কল্যাণ, শান্তি ও স্বার্থেই আল্লাহর বিধান মেনে চলা কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الرعد : ٢-٣

"আল্লাহই ঊর্ধদেশে স্থাপন করেছেন আকাশ-জগতকে স্তম্ভ ছাড়া, তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মুতাবিক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোঁড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত্রির দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তাশীল।"–সূরা আর রা'দ ঃ আয়াত ২-৩

উপরোক্ত দুটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশাল সৃষ্টি-জগত সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে একটি ধারণা প্রদান করেছেন। তিনি ঊর্ধাকাশে অসংখ্য চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা-নক্ষত্র সৃষ্টি করে সেগুলোকে ঘূর্ণায়মান রেখেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ-পথ নিয়মানুবর্তিতার সাথে পরিভ্রমণ করছে। কেউ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম করছে না। নিয়মের ব্যতিক্রম হলে পরস্পর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে সকলেই কক্ষচ্যুত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ কার ? এটা যে মহান স্রষ্টার তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটাও সুস্পষ্ট যে এসব কিছুর স্রষ্টা, মালিক ও নিয়ন্ত্রক একজনই। একাধিক হলে অবশ্যই সৃষ্টি-জগতের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতো। কিন্তু সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একজন হওয়ার কারণে কোনোরূপ সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় না।

মহান স্রষ্টা কুলমখলুকাত সৃষ্টির পর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়ে সবকিছু দেখছেন, প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি-সীমার বাইরে বা নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত নয়। এ বিষয়গুলো আমরা সকলে